আখের রোগ ও প্রতিকারঃ

আখের গোড়ার মাজরা পোকা

লক্ষণ

প্রাথমিভাবে গাছের ৩য়-৪র্থ পাতা উপর দিক থেকে শুকাতে থাকে। মাইজ পাতা মরে যায়। মরা মাইজ টানলে সহজে উঠে আসে না। পরবর্তীকালে আক্রান্ত গাছের সব পাতাগুলো ক্রমশঃ হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়।

আখের আগার মাজরা পোকা

লক্ষণ

আখের মাইজ মরে যায়। মরা মাইজ টানলেই সহজে উঠে আসে এবং দূর্গন্ধ ছড়ায়। গাছের গোড়ায় কীড়া ঢোকার ছিদ্র, চিহ্ন এবং বিষ্ঠা প্রভৃতি দেখা যায়।

আখের উইল্ট রোগ

ইক্ষুর বয়স যখন ৮-৯মাস হলে এ রোগের আক্রমণ দেখা যায় । আক্রান্তর গাছের পাতা নেতিয়ে পড়ে এবং উপর থেকে শুকাতে থাকে । আক্রান্ত ইক্ষু লম্বালম্বিভাবে চিড়লে কান্ডের মধ্যভাগে গিরার নিকটে গাঢ় লাল রং দেখা যায় । লাল পচা রোগের মতই উইল্ট রোগে আক্রান্ত আখের গিটের অংশে ইটের ন্যায় লাল হয় কিন্তু এক্ষেত্রে ছোপ সাদা আড়াআড়ি দাগ দেখা যায় না । রোগের প্রকোপ বেশী হলে আক্রান্ত ইক্ষুর ভিতরে ফাঁপা হয় এবং কান্ড শুকিয়ে যায় । খুব অল্প সময়ের মধ্যে আক্রান্ত জমির ইক্ষু শুকিয়ে যায় ।

আখের বীজ পঁচা রোগ

ক্ষতির লক্ষণ: জমিতে আখ রোপনের পর তা গজায়না বরং পঁচে যায়। গজালেও তা টিকেনা চারা মরে যায়। রোপন করা আখ কাটলে আনারসের মত গন্ধ পাওয়া যা

আখের জাবপোকা বা এফিড

পিপিলিকার উপস্থিতি এ পোকার উপস্থিতিকে অনেক ক্ষেত্রে জানান দেয় । এরা পাতা ও কান্ডের রস চুসে খায়। এর আক্রমন বেশি হলে শুটি মোল্ড ছক্রাকের আক্রমন ঘটে এবং গাছ মরে যায় । এর প্রতিকার হল ১. হাত দিয়ে পিশে পোকা মেরে ফেলা ২. আক্রান্ত পাতা অপসারণ করা। ৩. পরভোজী পোকা যেমন : লেডিবার্ডবিটল লালন। ৪. ডিটারজেন্ট পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা ৫. প্রতি গাছে ৫০ টির বেশি পোকার আক্রমণ হলে এডমেয়ার ০.৫ মি.লি. / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে শেষ বিকেলে স্প্রে করা।

আখের পশমী জাব পোকা

লক্ষণ

পূর্ণ বয়স্ক ও বচ্চা উভয়ই পাতা কান্ড ও ডগার রস চুষে খায় । আক্রান্ত পাতা অসংখ্য সাদা সাদা পোকায় ঢেকে যায়। এদের আক্রমণে সুটি মোল্ড রোগের সৃষ্টি হয়

আখের সুটিমোল্ড রোগ

ক্ষতির লক্ষণ

এ রোগের আক্রমনে পাতায় , ফলে ও কান্ডে কাল ময়লা জমে। মিলিবাগ বা সাদা মাছির আক্রমন এ রোগ ডেকে আনে।

আখের কালো শীষ রোগ

ক্ষতির লক্ষণ
ইক্ষুর বয়স ৩/৪ মাস থেকেই এ রোগ দেখা দেয় । আক্রান্ত গাছের মাথা কাল চাবুকের মত কয়েক ফুট লম্বা একটা শীষ বের হয় । আক্রান্ত গাছ সাধারণতঃ খর্বাকৃতির হয়ে থাকে । কান্ড পেন্সিলের মত চিকন ও শক্ত হয় এবং বাড়তে পারে না । আক্রান্ত গাছের পাতাগুলো সরু, খাট ও খাড়া হয় এবং হালকা সবুজ র্‌ং ধারণ করে । সাধারণতঃ মুড়ি ইক্ষুতে এ রোগের আক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত হয়

আখের সাদা মাকড়

আক্রান্ত গাছের পাতাগুলোতে সাদা সাদা দাগ দেখা যায় ।

আখের সাদা পাতা রোগ

লক্ষণ

আক্রান্ত গাছের পাতা সাদা হয়ে যা । অনেক সময় অঙ্কুরোদগম এর পরেই কচি পাতা সাদা রং ধারন করে । আক্রান্ত গাছের কুশি হয় বয়স্ক গাছের ডগার মধ্যস্থ পাতাও সাদা হয় । আক্রান্ত গাছের গড়ন খর্বাকৃতির হয় । ঝাড়-বৃদ্ধি খুব কম এবং অধিক কুশি হয় । বয়স্ক ইক্ষুর চোখ গুলো ফুটে যায় এবং সম্পূর্ণ সাদা বা সবুজ সাদা মিশ্রিত পার্শ্ব কুশিবের হয় । ইক্ষুর ফলন মারাত্মক ভাবে কমে যায় ।

আখের ছাতরা পোকা

এরা ডিগ পাতার ভেতরে ও বাইরে রস চুসে খায়। এর আক্রমন বেশি হলে পাতা হলদে হয়ে যায় এবং পরে মরে যায় । গাছে সাদা পাউডারি আস্তরণ পড়ে। এর প্রতিকার হল

১. আক্রান্ত গাছের বয়স্ক পাতা অপসারণ করা।

২. জমিতে সেচ দেওয়া

আখের থ্রিপস পোকা

আক্রান্ত গাছের পাতাগুলোতে মুড়িয়ে যেতে দেখা যায় । মোড়ানো পাতার ভেতরে থেকে থ্রিপস পাতার রস চুষে খায়। ফলে পাতা শুকিয়ে যায়।